সংবাদ

তারিখ 12 AUG 2013
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

শিশুদের সামগ্রিক সমতা অর্জনে শতভাগ শিক্ষাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করুন

শিশুদের সামগ্রিক সমতা অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগতি এখনও অসম পর্যায়ে রয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ। এ নিয়ে দৈনিক সংবাদ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ইউনিসেফ শিশু সমতা মানচিত্র প্রকাশ করে বলেছে, শিশুদের সামগ্রিক সমতা অর্জনে বাংলাদেশ এখনও পিছিয়ে আছে।

বিশেষ করে ভৌগোলিক অঞ্চল, গ্রাম ও শহর, সম্পদ, নৃতাত্ত্বিক অবস্থা এবং মৌলিক বিভিন্ন সামাজিক সেবার ক্ষেত্রে নারী ও শিশুরা বৈষম্যের শিকার। এ রকম বাস্তবতায় শিশুবান্ধব নীতিমালা গ্রহণ এবং বর্ধিত বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে সবচেয়ে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের আওতায় আনার উপরে গুরুত্বারোপ করেছে ইউনিসেফ। বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিসটিকসের (বিবিএস) মিলনায়তনে শিশু সমতা মানচিত্র : সামাজিক বঞ্চনার ক্ষেত্রসমূহ শীর্ষক এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

প্রতিবেদনে ২০১১ সালের আদমশুমারির তথ্য বিশ্লেষণ করে সামাজিক অসমতার ধরন বোঝা, অগ্রগতির ক্ষেত্র এবং সামাজিক বঞ্চনার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হয়। সবচেয়ে প্রান্তিক ও বঞ্চিত অঞ্চলে বসবাসকারী শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গীকারের জন্য এই প্রতিবেদনটি একটি সতর্কবাণী। প্রতিটি শিশুর অধিকার নিশ্চিত করতে তাদের বঞ্চনা থেকে বের হয়ে আসার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি ও আর্থিক বরাদ্দের ওপর নজর দেয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশে মাধ্যমিক ও যুব সাক্ষরতা উভয় ক্ষেত্রেই নারী শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। দেশে শিশু শ্রমিক (১০-১৪ বছর বয়সী এবং স্কুলে যায় না) ৬ শতাংশ। ২০০১ সালে ছিল ১০ শতাংশ। এছাড়া প্রতি চারজন শিশুর মধ্যে একজন শিশু এখনও স্কুলে যায় না; যা সবার জন্য শিক্ষানীতিটি অর্জনের পথে এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার খুবই কম। ৬-১০ বছর বয়সী প্রায় ২৩ শতাংশ শিশু স্কুলবহির্ভূত। এছাড়া বাংলাদেশের জন্য বাল্যবিয়ে এখনও একটি বড় চ্যালেঞ্জ, কারণ এক-তৃতীয়াংশ নারীরই বিয়ে হয় ১৫-১৯ বছর বয়সে, যা সারা পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ।

ইউনিসেফের এই প্রতিবেদনটি বাংলাদেশের জন্য আশঙ্কাজনক। আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ - এই স্লোগানটি যেন বাস্তবে রূপান্তরিত হয়। আমরা চাই দেশের একটি শিশুও যেন শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত না হয়। অজ্ঞতার অন্ধকারে যেন কোন শিশু না থাকে। দেশ স্বাধীন হয়েছে ৪২ বছর, কিন্তু বছর পেরিয়ে গেলেও এত সংখ্যক শিশুকে রাষ্ট্র মৌলিক অধিকার দিতে পারছে না। এ ব্যর্থতার দায় রাষ্ট্রের। শিশুদের শতভাগ শিক্ষাপ্রাপ্তির নিশ্চয়তায় সরকার সর্বতোভাবে কাজ করবে। এটাই আমরা চাই। আর একটি শিশুর সুনাগরিক হয়ে উঠার প্রধান নিয়ামক হচ্ছে শিক্ষা। কারণ শিক্ষা হচ্ছে প্রত্যেকটি শিশুর মৌলিক অধিকার। আর এই মৌলিক অধিকারটি থেকে যদি সে বঞ্চিত হয় তবে ভবিষ্যতে সুনাগরিক হবে কিভাবে?

সুতরাং আমাদের কথা হচ্ছে, কোন শিশুই যেন শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত না হয় সে জন্য সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং অন্যান্য যেসব মৌলিক জিনিস রয়েছে তা নাগরিকদের মধ্যে নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে উন্নত জাতি গড়া সম্ভব নয়। আর আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ এটি স্লোগানই থেকে যাবে।